দৈনিক সংবাদ

ঢাকা : শুক্রবার, ১০ই ভাদ্র ১৩৯৬

তারিখ 25 AUG 1989 ... পৃষ্ঠা 8 ... কলাম 6
17
2

ভর্তি সমস্যা ও স্ত্রী শিক্ষার সংকট

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে প্রায় চার সপ্তাহ আগে। তারপর থেকেই ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকার জীবনে দেখা দিয়েছে নতুন সংকট। ভর্তির সংকট। ফল প্রকাশের আগে ছিল পাস-ফেলের দুশ্চিন্তা, ভাল ফল হল কিনা সে দুশ্চিন্তা, খাতা ঠিকমত দেখা হবে কিনা সে দুশ্চিন্তা, গণকবর অর্থাৎ সার্বিক ফেল করানো হবে কিনা সে দুশ্চিন্তা।

পরীক্ষার ফল বের হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে ফেল করা ছাত্রদের চেয়ে পাস করা ছাত্রছাত্রীর দুশ্চিন্তা--অনিশ্চয়তার কারণে দুশ্চিন্তা আরো বেশি। ঢাকায় সমস্যাটা খুব বেশিরকম প্রকট। রাজধানী শহর ঢাকায় যে ক'টি কলেজ আছে তাতে ছাত্রসঙ্কুলান হয় না। ছাত্রদের চেয়ে ছাত্রীদের সমস্যাটা বেশি, কিন্তু ছাত্রদের সমস্যাও কম নয়। এমন কোন ছাত্র নেই যে একাধিক কলেজে ভর্তির আবেদন করেনি। শুধু যে ভাল কলেজে ভর্তির জন্য ছাত্ররা ভিড় করছে তাই নয়। সদ্যজাত কোন কলেজ, যার অনুমোদন আছে কিনা জানা যায় না, শুধুমাত্র একটা সাংগঠনিক কমিটি ও উপদেষ্টা-মণ্ডলীর নাম ছাপিয়ে পঞ্চাশ টাকার ভর্তি ফরম বিক্রি করছে এমন কলেজে ভর্তিচ্ছু ছাত্ররা যাতায়াত করছে। করতে বাধ্য হচ্ছে।

ভর্তি সংকট নিয়ে পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছে। 'সংবাদ'-এ এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকান্তরেও ভর্তি সংকট এবং উচ্চ শিক্ষার সমস্যা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকার খবর ছাড়া নিজস্ব সূত্রেও ঢাকা এবং বাংলাদেশের সকল অধিবাসী ভর্তি সমস্যার তীব্র রূপ সম্পর্কে অবহিত হচ্ছেন।

ঢাকায় এবার ছাত্রীদের ভর্তি সমস্যাটা বেশি প্রকট হয়েছে একটি বিশেষ কারণে। ইডেন মহিলা মহাবিদ্যালয় এ বছর অকস্মাৎ উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে ছাত্রী ভর্তি না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইডেন কলেজে এ বছর শুধুমাত্র উচ্চ মাধ্যমিক বাণিজ্য বিভাগে ছাত্রী ভর্তি করা হবে। এ সিদ্ধান্তটা আমাদের বিশেষভাবে বিচলিত করেছে। কারণ এর অর্থ হল বিপুল সংখ্যক ছাত্রী এ বছর সুশিক্ষা লাভের উপায় থেকে বঞ্চিত হবে। বস্তুত এই সিদ্ধান্তের ফলে এ দেশের নারী শিক্ষার সংকোচন ঘটবে বলে আমরা মনে করি।

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক সংবাদে ইডেন কলেজের একজন অধ্যাপিকার বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশে ঐ কলেজে বিজ্ঞান ও মানবিক শাখায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স থাকার কারণে ইডেন কলেজে এ বছর মানবিক ও বিজ্ঞান শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ছাত্রীভর্তি বন্ধ রাখা হয়েছে। বিষয়টা আমাদের বোধগম্য হল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা হচ্ছে তার অধীনস্থ কলেজসমূহে শিক্ষা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ, শিক্ষা সংকোচন নয়। আমরা এখনও জানি না, বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে তার দায়িত্ব স্বীকার করবে কিনা, তবে অপর একটি দৈনিকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা যায়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় এ ধরনের প্রস্তাব আগে থেকেই দিয়ে এসেছে। তিনি অবশ্য বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া ইডেন কলেজ বা ঐ জাতীয় বড় কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন।

বিকল্প ব্যবস্থা বলতে বোঝায় আরেকটি নতুন সরকারী উচ্চ মাধ্যমিক মহিলা কলেজ স্থাপন। এ প্রাথমিক কাজটি না করে বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকার কিভাবে অকস্মাৎ ইডেন কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীকে (মানবিক ও বিজ্ঞান শাখা) বিলুপ্ত করে দিলেন তা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। ইডেন কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শাখার প্রবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এ সিদ্ধান্ত কতটা অযৌক্তিক হয়েছে।

একদা বখশীবাজারে ইডেন উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী কলেজ অবস্থিত ছিল। প্রায় তিরিশ বছর আগে আয়ুব খাঁর আমলে জাতীয় শিক্ষা কমিশনের নতুন দর্শন অনুযায়ী উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী শাখাকে বিচ্ছিন্ন করা হল। উচ্চ মাধ্যমিক শাখা রইলো বখশীবাজারে—সেটাই এখনকার বদরুন্নেসা কলেজ। ডিগ্রী শাখা স্থাপিত হল আজিমপুরে, তার নাম রইলো ইডেন কলেজ। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীরা যাতে স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীর সংস্পর্শে এসে উচ্চ শিক্ষার অভিলাষে সংক্রমিত না হয়, হয়ত সে উদ্দেশ্যেই এ দুই অংশকে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল।

কালক্রমে আয়ুব খাঁর গণবিরোধী নীতি ধ্বংস হল, তিনি নিজেও অবলুপ্ত হলেন, বদরুন্নেছা কলেজে (তখন অন্য নাম ছিল) স্নাতক শাখা খোলা হল, ইডেন কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শাখা খোলা হল, নারী শিক্ষার বিস্তার ঘটল। এতদিন পর ভিন্ন আকারে শিক্ষাসংকোচন নীতি কার্যকর করার জন্য কি বিকল্প শক্তির আবির্ভাব ঘটলো?

আমরা বলি; ইডেন কলেজে এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক শাখায় (মানবিক বিজ্ঞান) ছাত্রী ভর্তি করা হোক, উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এখানে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর না রাখার সময়ই যদি হয় তাহলে প্রথমে অন্য একটি মহিলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হোক, তারপর ইডেন কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শাখা বিলুপ্ত করা হোক। তখন ইডেন কলেজকে পরিপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তরিত করলে কেউ আপত্তি করবে না। আমরা আশা করি সরকার ও শিক্ষামন্ত্রী এ বিষয়টা যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন।